শ্রীপ্রোডাকসন্সের

ধন্যি মেয়ে

পরিচালনা : অরবিন্দ মুখার্জি

শ্রীপ্রোডাকসন্স্ নিবেদিত

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় চিত্রনাট্যায়িত এবং পরিচালিত

"ধন্যি মেয়ে"

সংগঠনে : কাহিনী : দেবাংশু মুখোপাধ্যায় ॥ সহ-চিত্রনাট্যকার : হিমানীশ গোস্বামী ॥ গীতরচনা : প্রণব রায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সংগীত পরিচালনা : নচিকেতা ঘোষ ॥ চিত্রশিল্পী : বিজয় ঘোষ। সম্পাদক : অমিয় মুখোপাধ্যায় ॥ শিল্পনির্দ্দেশক : সত্যেন রায় চৌধুরী ॥ শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল, অনিল নন্দন, বাবু সেন ॥ সংগীতগ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥ সংগীতগ্রহণ ও পুনঃশব্দযোজক : শ্যাম সুন্দর ঘোষ ॥ ব্যবস্থাপক বীরেন মুখোপাধ্যায় ॥ রূপসজ্জা : গৌর দাস ॥ প্রচারসচিব : ফণীন্দ্র নাথ পাল ॥ ব্যঙ্গচিত্র : চণ্ডী লাহিড়ী ॥ প্রচারশিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ॥ স্থিরচিত্র : এড্ নালরেঞ্জ ॥ পরিচয়লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ রসায়নাগারে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, অজিত ঘোষ, রবীন ব্যানার্জী, কানাই ব্যানার্জী ॥ আলোকসম্পাত : সতীশ হালদার, দুখীরাম নস্কর, কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস, অনিল পাল, মঙ্গল সিং, বেণু ধর, বিশওয়াল ॥ দৃশ্যসজ্জা : পঞ্চু পোরে, কালিন্দী, মণি সর্দ্দার, ননী সর্দ্দার, গোপাল ভৌমিক, মহম্মদ. হারা প্রামাণিক, সন্তোষ, সুনীল বোস, লালমোহন, জব্বর ॥ পশ্চাৎপটশিল্পী : বলরাম চ্যাটার্জী, নবকুমার কয়াল ॥ পোষাকসরবরাহ : সিনে ড্রেস্ ॥ সজ্জাকর : দাশরথি দাস ॥ ষ্টুডিও ব্যবস্থাপক প্রভাত দাস, কালো দাস ॥ কণ্ঠসংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য। যন্ত্রসঙ্গীত সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ প্রধান সহকারী পরিচালক জগদীশ মণ্ডল।

: সহকারী :

পরিচালনায় : কাজল মজুমদার ॥ চিত্রশিল্পে : পঙ্কজ দাস, দেবেন দে, দুর্গা রাহা, নূর আলি, পৃথ্বীরাজ সুবেদার ॥ সম্পাদনায় : শক্তিপদ রায়, অনিল দাস ॥ ব্যবস্থাপনায় : নিশীথ চক্রবর্ত্তী, দুর্গা নায়ক। সঙ্গীত পরিচালনায় : অলোক নাথ দে, জানকী দত্ত। শব্দগ্রহণে : জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলানাথ সরকার, গোপালবাবু, জুগারাম, শিল্পনির্দ্দেশনায় : বুদ্ধদেব ঘোষ ॥ রূপসজ্জায় : পাঁচু দাস।

: রূপায়ণে :

উত্তমকুমার, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, পার্থ মুখার্জী, জয়া ভাদুড়ী, রবি ঘোষ, তপেন চ্যাটার্জী, জহর রায়, সুখেন দাস, অনুভা ঘোষ, হরিধন মুখার্জী, তরুণকুমার, চিন্ময় রায়, নৃপতি চ্যাটার্জী, তপতী দেবী, কল্যাণ চ্যাটার্জী, কল্যাণ রায়, শিবানী বোস, শ্যাম লাহা, মণিশ্রীমানী, সুস্মিতা মিত্র, ঊষা দেবী, দুর্গাদাস, ব্যানার্জী, মন্মথ মুখার্জী, সলিল দত্ত, সুরুচি সেনগুপ্তা, সুনীল দাশগুপ্ত, অসীম চক্রবর্ত্তী, খগেশ চক্রবর্ত্তী, ক্ষুদিরাম সেন. কেষ্ট ব্যানার্জী, মন্টু ব্যানার্জী (অতিথি), রমেন চক্রবর্ত্তী, কালীপদ দে, বলাই দাস, সুনীত মুখার্জী, বিনয় লাহিড়ী, জগদীশ মণ্ডল, নুরুল, সতু, ননী, অশোক, মৃণাল, শম্ভু, অজয়, কাজল, বুলা. যোগেশ, শঙ্কর, বাবলু. বড় ভুলু. ছোট ভুলু. নারায়ণ, বিশু, ডালিয়া, গোপাল, শ্যামল. নির্ম্মল, শান্তি, নিমাই, অসিত, দেবীতোষ, দীপক, রজত, মদন, বুড়ি, রমেন, শুকদেব, সুবোধ, বুদ্ধদেব, অরবিন্দ, গৌর, অসীম, সুশীত, আনন্দ, প্রভাত, লক্ষণ. তপন. জয়া কারনা, রঘুনাথ গুপ্ত, বলদেব কাপুর প্রভৃতি।

১নং—এন, টি, ষ্টুডিওতে ওয়েস্ট্রেকস্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত। আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ খাঁ। জগৎ বল্লভপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ। জি, কে, স্পোর্টস্ হারমোনি হাউস্। ডাঃ নৃপেন দাস, বুলা ঘোষ, শোভা স্মৃতি কালচারাল্ ক্লাব (জগৎবল্লভপুর)। ৺গিরীন্দ্র সিংহ।

পরিবেশনা—চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাইভেট্ লিমিটেড।

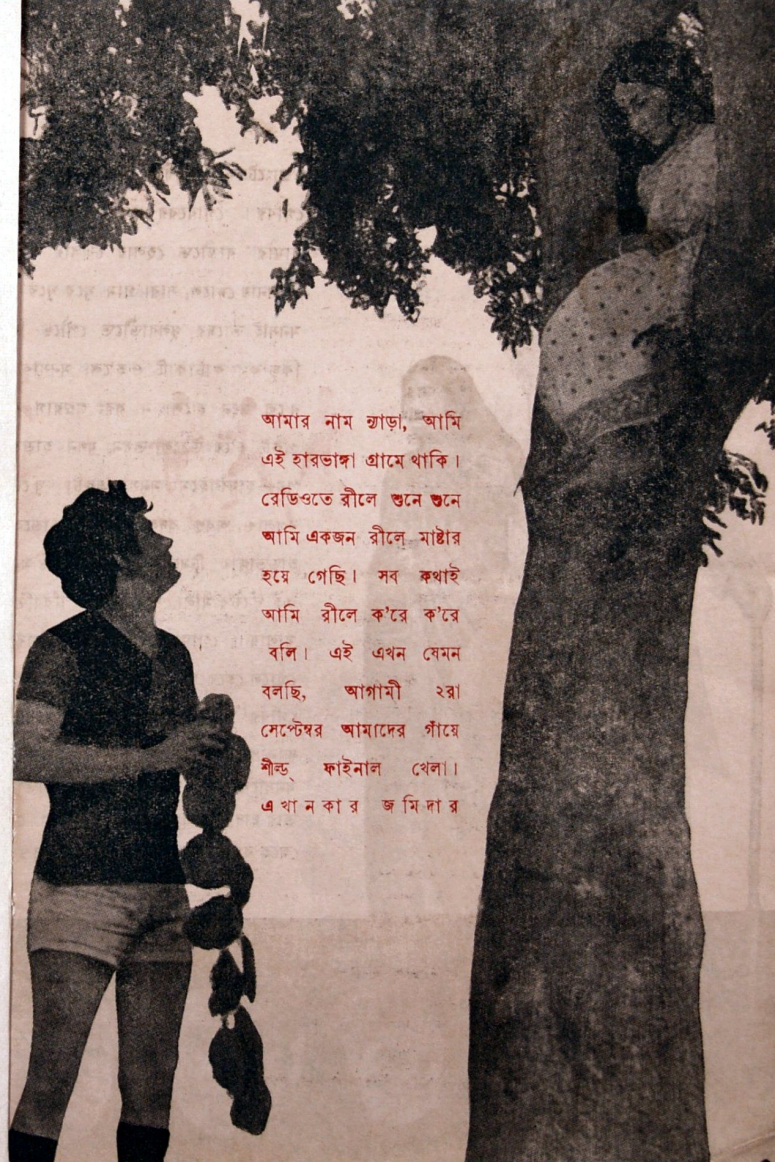

৺ন্যাংটেশ্বর চৌধুরীর নামে এই শীল্ড্ টুর্ণামেন্ট্। ন্যাংটেশ্বর চৌধুরীর বড় ছেলে গোবর্দ্ধন ওরফে গোবর। গোবরের এক আশ্রিতা ভাগ্নী নাম তার মনসা। ছোট বেলায় বাপ-মাকে হারিয়ে মামার বাড়ীতে হেলায় ফেলায় মানুষ, তাই ওর স্বভাবটা কেমন জংলী হয়ে গেছে। গাছে চড়ে, দোলনায় দোলে, সারা গ্রাম ঘুরে ঘুরে পাখি তাড়িয়ে বেড়ায়। কলকতার টিম ফাইনাল খেলতে এলে মনসাই তাদের স্কুলবাড়ীতে পৌঁছে দিল। ওদের ক্যাপ্টেন বগলা দত্তর সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি ও হ'লো মনসার। কিন্তু কেউ কারো ওপর রাগ করলো ব'লে মনে হ'লো না বরং অনুরাগ ব'লেই মনে হলো, সেই অনুরাগ আরও প্রকট হ'য়ে উঠলো তখন, যখন হাড়ভাঙ্গার কাছে এক গোলে হেরে যাওয়ার পর—হাফটাইমে মনসা একটা ঘুঁটের মালা পরিয়ে দিল বগলার গলায়। বগলাও অবশ্য বদ্‌লা নিতে ছাড়লো না। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বারোখানা গোলে হাড়ভাঙ্গার টিমকে হারিয়ে—সেও মনসার গলায় ঘুঁটের মালা পরিয়ে দিল। এই ঘুঁটের মালা সেই রাত্রেই পরিবর্ত্তিত হয়ে পরিণত হলো ফুলের মালায়। গোবরের টিম, কলকাতার টিমের কাছে বারো খানা গোলে হেরেছে। বেশীর ভাগ গোল ক'রেছে বগলা, সেই রাগে গোবর তাকে শায়েস্তা করবার জন্যে, জোর ক'রে, বন্দুক উঁচিয়ে—ডানপিটে ভাগ্নী মনসার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন বগলার। বগলা মনসাকে নিয়ে গিয়ে তাদের কলকাতার বাড়ীতে ঢুকতে পেলো না। তার দাদা নিঃসন্তান কালী দত্ত এবং বৌদি স্নেহময়ী যদিও পুত্রাধিক স্নেহে বগলাকে মানুষ করেছেন, তবুও কালীগতি এ অন্যায় বরদাস্ত

করলেন না। স্ত্রীর শত অনুনয়েও তাঁর মন ভিজলো না। বগলাকে বাড়ীতে ঢুকতে না দিয়ে গেট থেকেই তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু মনসাকে তাড়াতে পারলেন না। সে জোর ক'রে বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলো। কিন্তু এক জেদি কালী দত্ত-ও নাছোড়বান্দা, যেমন ক'রেই হোক এ মেয়েকে তিনি বাড়ী থেকে তাড়াবেনই। আর যতদিন ওই মেয়েটা এ বাড়ীতে থাকবে, ততদিন বগলাও এ বাড়ীতে ঢুকতে পাবে না। কালীর এই প্রতিজ্ঞা শুনে স্নেহময়ীর বুকে কেঁপে উঠলো, কারণ, উনি জানেন সারা পৃথিবী ওলোট্‌পালোট্ হয়ে গেলেও—কালীর কথার নড়চড় হবে না। তাই স্নেহময়ীর এখন একমাত্র চিন্তা—কালীর মন কি শান্ত হবে কোনোদিন? বগলা কি আর কখনো এ বাড়ীতে আসতে পাবে? নিরপরাধিণী মনসা কি কোনোদিন বধূর মর্য্যাদা পাবে এ বাড়ীতে?

এর উত্তর রূপালী পর্দায় দেখুন। আমার রীলে এই খানেই শেষ।

ন্যাড়া।

সংগীত

(১)

কথা :—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর :—নচিকেতা ঘোষ।
কণ্ঠ :—আরতি মুখোপাধ্যায়।

যা যা বেহায়া পাখি যা না
অন্য কোথা যা না, কেউ করেনি না না
অন্য কোথা যা না।
বউ নই তবু বৌ কথা কও
ব'লে কেন পাখি ডাকে,
এমন দস্যি মেয়ে কারো হয় নাকি বৌ
ঘোমটা প'রে কি থাকে,
কিছুতেই সইবো না শাশুড়ীর গঞ্জনা
—তাই বলি পাখি তুই যা না।
তবু কোনোদিন সব জেনে ওগো
কেউ যদি বৌ করে,
আমার পায়ে ধ'রে যদি সেধে নিয়ে যায়
কখনো কারো ঘরে,
তখন ডাকলে'পরে সাড়া নয় দেবো তোরে
বলবো না পাখি তুই যা না॥

(২)

কথা :—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।
সুর :—নচিকেতা ঘোষ।
কণ্ঠ :—মান্না দে ও অন্যান্য।

লাঠিবাজি হকি নয়, গুঁতোগুঁতি রাগবী নয়,
লাফ টি—খেয়ে সময় কাটানো নয়
এখেলায় নেই গাঁড়াকল।
সব খেলার সেরা বাঙালীর তুমি ফুটবল॥
তোমাকে লাথায় রোজ বুটপরা কত পা,
এতো লাথি খাও তবু মুখে কিছু বল না,
পুড়ে মর রোদ্দুরে—কাদা মাখো বরষায়
তবু ফুলে ফেঁপে থাকো অবিচল॥
জীবনে মরণে পায়ে পায়ে আছো ফুটবল॥
আড়াইশো বছরের জমিদারী ঘুচে গিয়ে
দেশ ছেড়ে পালিয়েছে ইংরেজ।
নখ দাঁত ভাঙ্গা এক বৃদ্ধ সিংহ সেযে
নাই তোর জারিজুরি নেই তেজ।
তবু মানতে তো বাধা নেই
সেই তো শেখালো এই ফুটবল।
তারি দৌলতে ভাই অমর হয়েছে নাম
মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল।

আহা কি মধু আছে ওই তোমার নামেতে
বাবা ফুটবল।
যার গোলে যাও তুমি তার বুকে পড়ে বাজ
যার হয়ে গোল কর সে যে হয় মহারাজ
রকে রকে ঝগড়া ঘরে ঘরে ডাইভোর্স
ইলিসে ঘটিতে রসাতল॥

(৩)

কথা :—প্রণব রায়। সুর :—নচিকেতা ঘোষ।
কণ্ঠ :—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

এ বাথা কি যে ব্যাথা বোঝেকি আনজনে
সজনি আমি বুঝি মরেছি মনে মনে।
একে তো ফাগুণমাস দারুণ এ সময়,
লেগেছে বিষম চোট কি জানি কি হয়,
অঙ্গে চোট পেলে সে ব্যথা সারাবার
হাজার রকমের ঔষধি আছে তার
মরমে চোট পেলে সারে না এ জীবনে
সজনী আমি বুঝি মরেছি মনে মনে।
বাতাসে বাঁশী বাজে কেবলই ডাকে হায়
শিক্‌লিকাটা মন লুকিয়ে যেতে চায়
এ চোট পেয়ে রাধা মরেছে বৃন্দাবনে
সজনী আমি বুঝি মরেছি মনে মনে।

(৪)

কথা :—প্রণব রায়। সুর :—নচিকেতা ঘোষ।
কণ্ঠ :—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

রাধে— রাধে—
রাধে মনটা রেখে এলি
বল্ কোন্ মথুরায়।
তারে একবার মন দিলে হায় রে,
আর কি ফেরানো যায়॥
যে-ডোরে রয় বাঁধা এ-মন
সে যে বড়ই মজার বাঁধন
বাহিরে আলগা হ'লে
ভেতরে জড়ায়॥
রাধে প্রেম কি কাঁচের চুড়ি
রাধে প্রেম কি ঠুন্‌কো নয়।
যদি আঘাত লাগে
ভাঙ্গবার নেইকো ভয়।
নাইবা হইলো কাছে কাছে
তোরই বঁধু তোরই আছে
কালা যে লুকিয়ে আছে
নয়ন তারায়॥

সুচিত্রা সেন অভিনীত
তারাশঙ্কর ব্যানার্জী রচিত পর্ণা পিকচার্সের

রূপায়ণে : উৎপল * পার্থ * চন্দ্রাবতী
পরিচালনা : বিজয় বসু
সঙ্গীত : নচিকেতা ঘোষ

শঙ্কু মহারাজ রচিত

বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা

হীরেন নাগ পরিচালিত
জাহ্নবী চিত্রমের ছবি
শুভেন্দু, মধুচ্ছন্দা, শমিতা, পদ্মা
সঙ্গীত : পঙ্কজ মল্লিক

উত্তম • সুপ্রিয়া
স্বরূপ, কালী ব্যানার্জী, বুলন

হীরেন নাগ
পরিচালিত

উষা পিকচার্সের
ছবি
সঙ্গীত
শ্যামল মিত্র

পরিবেশনা
চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।